রিকভারি এ্যান্ড এ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ)

RAISE

ছোটো উদ্যোগে
মানব সক্ষমতার
বিকাশ

উন্নয়নের পথে রেইজ: অগ্রযাত্রার গল্প

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

ইপসা YPSA

প্রকাশকাল জুন ২০২৬ খ্রি.

প্রকাশনায়

ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)

বাড়ী # এফ ১০ (পি), রোড # ১৩, ব্লক # বি

চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২

ইমেইল : info@ypsa.org

ওয়েবসাইট : www.ypsa.org

প্রকাশনা উপদেশক

ড. মো. আরিফুর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, ইপসা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মো. মনজুর মোরশেদ চৌধুরী, পরিচালক (অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ), ইপসা

পলাশ কুমার চৌধুরী, পরিচালক (অর্থ), ইপসা

নাছিম বানু, পরিচালক (সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ), ইপসা

ড. শামসুন্নাহার চৌধুরী লোপা, ম্যানেজমেন্ট এ্যাডভাইজার, ইপসা

সম্পাদনা

নেওয়াজ মাহমুদ, সহকারী পরিচালক (অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ), ইপসা

মোস্তাক আহমদ, সমন্বয়কারী, রেইজ, ইপসা

সহযোগিতায়

মো. রাফিউজ্জামান, অফিসার (এলএসইডি), রেইজ, ইপসা

আক্তার হোসাইন অনিক, কেইজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার, রেইজ, ইপসা

বাবলী বসাক, অ্যাকাউন্টস অফিসার, রেইজ, ইপসা

অর্থায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায়

রেইজ প্রকল্প

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন-১

প্লটঃ ই-৪/বি, আগারগাঁও, প্রশাসনিক এলাকা,

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

978-984-35-9481-5

মুদ্রণে : খোকন কোয়ালিটি প্রিন্টার্স

১০২, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম। ০১৮১৮-৯৯৬৯৩৭

প্রধান নির্বাহীর বাণী

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলা হতে যাত্রা শুরু করে সৃজনশীল, উদ্ভাবনীয় ও যুব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অনবদ্য অবদান রাখায় ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়। ইপসা ২০০৫ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থার মর্যাদা লাভ করে এবং ২০২২ সাল হতে পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রেইজ প্রকল্পের মাধ্যমে যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ আজ এক ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই রূপান্তরের মূল চালিকাশক্তি হলো আমাদের বিপুল কর্মক্ষম যুবসমাজ, যাদের একটি বিশাল অংশ দেশের অনানুষ্ঠানিক বা ইনফরমাল সেক্টরে নিয়োজিত। কোভিড-১৯ অতিমারি এবং পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কারণে এই খাতের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে, যা বহু যুব কর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র উদ্যোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষতিগ্রস্ত যুবদের ঘুরে দাঁড়াতে এবং তাদের টেকসই অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে 'রেইজ' (RAISE) প্রকল্পটি একটি সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

প্রকল্পটি কেবল প্রথাগত অর্থায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর সাথে জীবনমুখী দক্ষতা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার (Psychosocial Support) মতো বহুমাত্রিক সেবাকে একীভূত করা হয়েছে, যা যুবদের কর্মসংস্থানের বাজারে আরও দক্ষ ও সহনশীল করে তুলছে।

পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাসমূহের দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই প্রকল্প মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে তরুণদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে 'রেইজ' প্রকল্প যে অনন্য মডেল তৈরি করেছে, তা দেশের সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এই পুস্তিকাটিতে 'রেইজ' প্রকল্পের উদ্দেশ্য, মাঠপর্যায়ের অর্জন, উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার ইতিবাচক পরিবর্তন এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার একটি সুশৃঙ্খল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা ভবিষ্যতে দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতের উন্নয়নে এবং যুবশক্তির পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশে একটি অত্যন্ত কার্যকর গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে।

আমি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিশ্বব্যাংক, পিকেএসএফ-রেইজ টিম, ইপসা রেইজ টিম, সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং সর্বোপরি সংগ্রামী তরুণ উপকারভোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে।

ড. মো. আরিফুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, ইপসা

ভূমিকা :

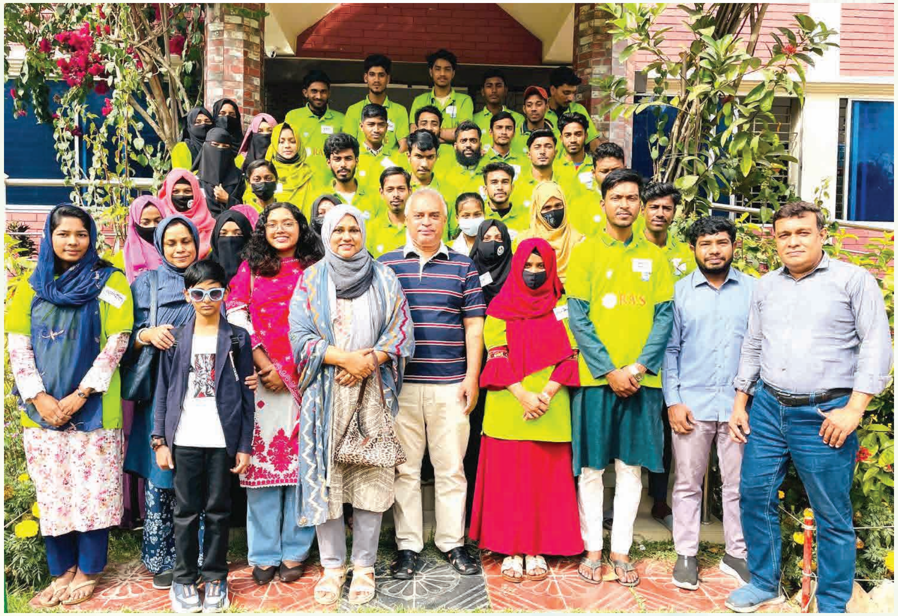

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি হলেও, বিগত দশকগুলোতে এর গঠন শিল্প ও সেবা খাতের দিকে ঝুঁকেছে। আমাদের অর্থনীতিতে টেকসই উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে অনানুষ্ঠানিক খাত এবং এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের কর্মজীবী শ্রমের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (৮৪.৯%) অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, যেখানে পুরুষদের (৭৮.৪%) তুলনায় নারীরা (৯৬.৬%) বেশি জড়িত (শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২)।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এটি বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে (এনএইচডিআর ২০২২, ইআরডি)।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ, ক্ষুধা নিবারণ, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই শিল্পায়নের ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ যুবা অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত অথবা স্বল্প আয় ও উৎপাদনশীলতাসহ স্ব-কর্মসংস্থানে নিযুক্ত। দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোগের ক্রমাগত সম্প্রসারণ দারিদ্র্যতা বিমোচনে অবদান রাখছে, কিন্তু টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য এর আরও উন্নতি প্রয়োজন।

২০১৮ সালে, বিশ্বব্যাংক পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ক্ষুদ্র-উদ্যোগ প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত পরিষেবাগুলিতে বিদ্যমান ঘাটতিগুলি চিহ্নিত করার জন্য একটি ‘গ্যাপ অ্যানালাইসিস স্টাডি’ (ব্যবধান বিশ্লেষণ সমীক্ষা) পরিচালনা করে, যাতে সেগুলির যথাযথ সমাধান করা যায়। এই সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষুদ্র-উদ্যোগগুলি উদ্যোক্তাদের জীবন-দক্ষতা, উদ্যোক্তা দক্ষতা এবং কারিগরি দক্ষতাসহ বিভিন্ন দক্ষতার অভাব; সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ সংকটের কারণে অনানুষ্ঠানিক খাতের, বিশেষ করে শহুরে এবং উপশহুরে যুবদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক শ্রমবাজার কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা আরও জরুরী হয়ে উঠেছে, কারণ কোভিড-সম্পর্কিত ধাক্কায় শহুরে এবং উপশহুরে অনানুষ্ঠানিক খাতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, পিকেএসএফ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বব্যাংক এর সাথে যৌথ অর্থায়নে 'রিকভারি এ্যান্ড এ্যাডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ)' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। RAISE প্রকল্পের লক্ষ্য হলো দেশজুড়ে শহরাঞ্চল ও শহরতলীর ২,৪১,৫০০ জন স্বল্প আয়ের যুবক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানযোগ্যতা বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা উন্নত করা। পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন জেলায় ৮৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করে, যার মধ্যে ইপসা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ২০টি শাখার মাধ্যমে রেইজ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন।
৩. নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের "গুরু-শিষ্য" পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

১. কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বেকার যুবক-যুবতী যারা উদ্যোক্তা হবার স্বপ্ন দেখে।
২. তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তার পরিবার।
৩. সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম এর মধ্যে রয়েছেঃ

১. কোভিড ১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ।
২. যুব উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণ।
৩. শিক্ষানবিশি কার্যক্রম (গুরু শিষ্য মডেল)।
৪. কমিউনিটি আউটরিচ।

২০২২ সাল হতে শুরু হওয়া রেইজ প্রকল্প ২০২৬ সালের জুন মাসে প্রথম ধাপ সম্পন্ন করবে। এই সময়ে পিকেএসএফ এর সহযোগি সংস্থা ইপসা রেইজ প্রকল্প হতে নিম্নোক্ত অর্জন করেছে।

কোভিড - ১৯

কোভিড মহামারীর কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তাদের পুঁজি হারিয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। অনেকে ব্যবসা ছেড়ে চাকুরী সন্ধান করতে থাকেন। যারা সাহস করে ব্যবসা চালিয়ে যেতে মনস্থির করেছিলেন পুঁজির অভাবে তারা সামনে এগোতে পারছিলেন না। এমন এক সংকট মুহূর্তে পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক ইপসা'র সদস্যদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। প্রকল্পের আওতায় ৮০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মধ্যে ৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। যে টাকা মূলধন হিসেবে সদস্যরা তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগ করে সঠিক ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা (আরএমবিসি) প্রশিক্ষণ -

যেহেতু একটি সংকটময় সময়ে উদ্যোক্তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যান, ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্যোগ এলে যাতে উদ্যোক্তাগণ হাল ছেড়ে না দেন তাই প্রতিটি সদস্যের জন্য তিন (০৩) দিন ব্যাপী "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো -

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ভূমিকা, উদ্যোক্তা হওয়ার পথে বাঁধা ও সম্ভাবনা
২. ব্যবসার ঝুঁকি ও তার ব্যবস্থাপনা
৩. ব্যবসায় ঝুঁকি/বিপদ কি? ঝুঁকির আগাম সতর্কবার্তা ও বাস্তব ভিত্তিক সমাধান
৪. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে ঝুঁকি নির্ধারণ ও ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয়
৫. উদ্যোক্তার গুণাবলী ও উক্ত গুণাবলী অর্জনে করণীয়
৬. ব্যবসা লাভজনকীকরণে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার
৭. ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশল
৮. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সঞ্চয়, বীমা ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা
৯. ব্যবসার ক্ষতি নিরুপণ ও পুনঃরুদ্ধার প্রক্রিয়া
১০. স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী আয় ব্যয় পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ

যুব উদ্যোক্তা ঋণ

যুব উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী কিন্তু পুঁজির অভাবে তা করতে পারছেন না তাদের জন্য রেইজ প্রকল্প স্বল্প সেবা মূল্য ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে ইপসা মোট ১৩০৮ জন সদস্যের মাঝে ১৮,০৪,০০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করে।

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন (বিএমইডি) প্রশিক্ষণ -

একটি ব্যবসা সফল ভাবে পরিচালনার জন্য কিছু জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন হয়। রেইজ প্রকল্প যুব উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতা প্রতি সদস্য প্রকল্পের আওতায় ষোল (১৬) দিন (৯৬ ঘণ্টা) ব্যাপী "ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

১৬ দিনের প্রশিক্ষণে আলোচিত বিষয় গুলোর মধ্যে ছিলো-

১. সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা - ২০ ঘন্টা
২. জীবন দক্ষতা উন্নয়ন - ৪০ ঘন্টা
৩. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসার ধারাবাহিকতা - ১২ ঘণ্টা
৪. বিষয় ভিত্তিক টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ - ১৮ ঘন্টা
৫. উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরী ও উপস্থাপন- ৬ ঘন্টা

প্রশিক্ষণটি শুধুমাত্র পুঁথিগত প্রশিক্ষণ নয়, প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা একজন সফল উদ্যোক্তার প্রকল্প দেখে, তার সাথে কথা বলে তার সফলতার অভিজ্ঞতা শুনে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় একজন শিক্ষানবিশকে দক্ষ মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি (০১) টি ট্রেডে ছয় (০৬) মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬ টি ব্যাচে সর্বমোট ৮৩৬ (নারী-৬৪৪, পুরুষ -১৯২) জন যুবকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ছিলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, উপজাতি যুবক-যুবতী সহ তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষানবিশ। প্রশিক্ষণ শেষে ২৪০ জন স্ব-কর্মসংস্থান ও চাকুরীতে নিয়োজিত এবং ১৮০ জন অস্থায়ী ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত ট্রেড সমূহ -

১. ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং
২. বিউটিফিকেশন
৩. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং
৪. মোটর সাইকেল সার্ভিসিং
৫. মোবাইল ফোন সার্ভিসিং
৬. আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান
৭. গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া
৮. ওয়েলডিং এন্ড ফেব্রিকেশন
৯. এ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেশন
১০. ড্রাইভিং কাম অটোম্যাকানিক
১১. ইলেকট্রিক ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স
১২. কার্পেন্ট্রি

সফল প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর শিক্ষানবিশগণ যদি নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী হন তবে তাদের জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্প সেবা মূল্যে ঋণ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে।

জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

৬ মাস ব্যাপী দক্ষ মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সনের অধীনে কাজ শেখার সময় ৫ দিন ব্যাপী (৪০ ঘন্টা) জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে শিক্ষানবিশগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। উক্ত প্রশিক্ষণে নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি একজন মানুষ সমাজে সুন্দর ভাবে চলতে গেলে যে সকল গুণাবলীর দরকার হয় সে বিষয় গুলো সম্পর্কে অবহিত করা হয়। জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিম্নোক্ত বিষয় আলোচনা হয়-

১. লক্ষ্য নির্ধারণ, সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
২. নেতৃত্ব ও নেতৃত্বের গুণাবলী
৩. মানসিক চাপ ও আত্মব্যক্তিক কার্যকর যোগাযোগ
৪. সহনশীলতা, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্ম সচেতনতা
৫. পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ইতিবাচক চিন্তা
৬. দ্বন্দ্ব, সমঝোতা, যোগাযোগ দক্ষতা ও টিকে থাকার কৌশল
৭. আত্মসম্মানবোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ইতিবাচক চিন্তা ও সামাজিক দক্ষতা ইত্যাদি।

মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন ওরিয়েন্টেশন ও রিফ্রেশারস প্রশিক্ষণ

শিক্ষানবিশদের, যে সকল মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রেখে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় সে সকল নতুন এমসিপিদের জন্য দুই (০২) দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ও পুরোনো এমসিপিদের জন্য এক (০১) দিনের রিফ্রেশারস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশন ও রিফ্রেশারস প্রশিক্ষণে যে সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় -

১. রেইজ প্রকল্প কী, কাদের জন্য এ প্রকল্প ও প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
২. একজন দক্ষ মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন এর গুণাবলী ও যোগ্যতা
৩. শিক্ষানবিশদের কীভাবে পরিচালিত করতে হয় ও রিপোটিং সিস্টেম
৪. উদ্যোক্তার গুণাবলী ও সফল উদ্যোক্তা হওয়ার কৌশল
৫. একটি উদ্যোগকে সফলভাবে পরিচালিত করার কৌশল
৬. বাংলাদেশে উদ্যোক্তা হওয়ার পথে অন্তরায়, উত্তোরণের উপায় ও সম্ভাবনা ইত্যাদি

কোন মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন যদি নিজের উদ্যোগকে বড় করতে চান তবে রেইজ প্রকল্পের আওতায় তাদের জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্প সেবা মূল্যে ঋণ গ্রহণের সুযোগ আছে।

কমিউনিটি আউটরিচ :

প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষের দোড়গোড়ায় রেইজ প্রকল্প কার্যক্রম তুলে ধরার জন্য কমিউনিটি আউট-রিচ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। কমিউনিটি আউটরিট অনুষ্ঠানে যুবরা সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। যেখানে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়সহ যারা প্রকল্পের সাথে যুক্ত হতে পারবে তা বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় কী কী সুবিধা আছে তা উল্লেখ করার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা যাচাইয়ের জন্য মতামত গ্রহণ করা হতো। ২২৮৮ জন মানুষ রেইজ প্রকল্প সম্পর্কে সরাসরি বিস্তারিত তথ্য জানতে পেরেছেন।

আরপিএল সনদায়ন

ছয় মাস ব্যাপী জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা মূলত অনানুষ্ঠানিক খাতের আওতায় কাজ শেখেন। অর্থাৎ তাদের সার্বজনীন কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি থাকে না। এই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে রেইজ প্রকল্পের শিক্ষানবিশগণ ৬ মাসের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত National Skill Development Authority (NSDA) সনদ অর্জন করার সুযোগ পান। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মানদণ্ড অনুসারে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে রেইজ প্রকল্পের ১১০ জন শিক্ষানবিশ Recognition of Prior Learning (RPL) সনদ অর্জন করেন।

জব ফেয়ারঃ

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় অন্যতম ও সফল কার্যক্রম হচ্ছে "রেইজ জব ফেয়ার"। এটি কেবল একটি মেলা নয় বরং এটি চাকরি প্রার্থী যুবদের এবং সম্ভাব্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সরাসরি ও ফলপ্রসূ সংযোগ সেতু। এই মেলার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রথাগত নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতা কমিয়ে এক ছাদের নিচে যোগ্য যুবসমাজ এবং অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তাদের মিলনমেলা ঘটানো।

ইপসা, ১১ জুন ২০২৬ এশিয়ান এসআর হোটেল; চট্টগ্রামে 'জব ফেয়ার' এর আয়োজন করে। মেলায় ১০ টি চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। সর্বমোট ১৫০ জন তরুণ তরুণী তাদের বায়োডাটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জমা দেন। মেলায় জমাকৃত বায়োডাটা হতে বাছাইকৃত ১৪ জনের হাতে নিয়োগ-পত্র তুলে দেয়া হয়। অন্যদের বায়োডাটা বাছাই পূর্বক পরবর্তীতে স্বাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে বলে আশ্বস্থ করেন মেলায় অংশগ্রহণকারী চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠান সমূহ।

প্রশিক্ষণে বদলে যাওয়া জীবন

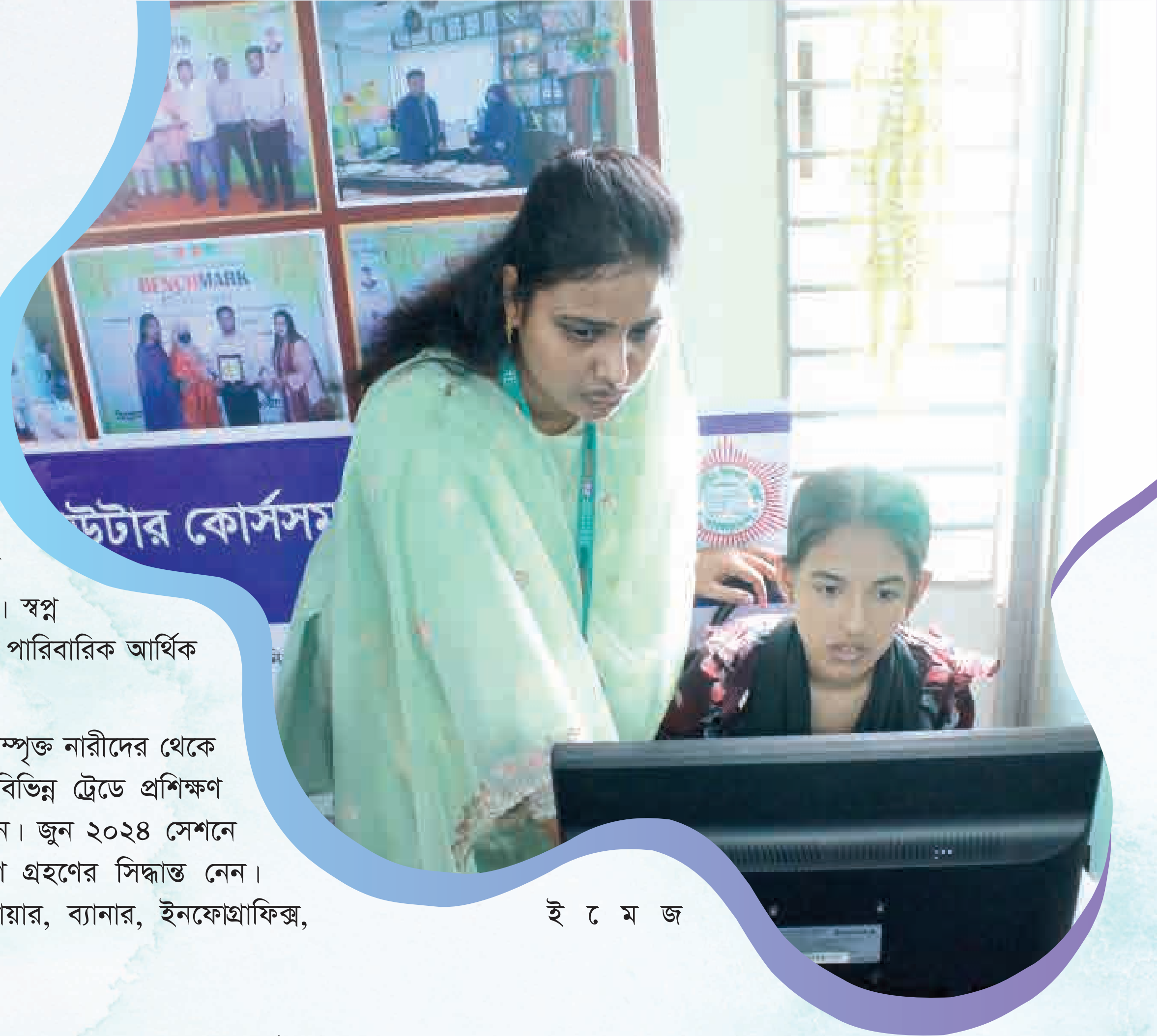

ফারজানা আক্তার (২৬) চট্টগ্রামের উত্তর হালিশহরের বাসিন্দা। এসএসসি পাস করার পর তাকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী তার ভাই, যিনি স্থানীয় ডিশ লাইনে কাজ করেন। ভাই এর সীমিত আয়ে সংসার চলছিলো অভাব অনটনের মধ্যে। এই অবস্থায় ফারজানা নিজেও কিছু করার চেষ্টা করেন। প্রথমে এলাকার ছোট ছোট বাচ্চাদের টিউশনি করে আয় শুরু করেন। স্বপ্ন দেখতেন পড়াশোনা শেষ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার, কিন্তু পারিবারিক আর্থিক সংকট তার সেই স্বপ্নকে থামিয়ে দেয়।

ফারজানা এলাকার ইপসা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত নারীদের থেকে জানতে পারেন ইপসা রেইজ প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। তিনি ইপসা হালিশহর শাখায় যোগাযোগ করেন। জুন ২০২৪ সেশনে তিনি "গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া" ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রশিক্ষণের সময় তিনি লোগো ডিজাইন, বিজনেস কার্ড, ফ্লায়ার, ব্যানার, ইনফোগ্রাফিক্স, এডিটিং ও

ই মে জ

কালার কারেকশনসহ বিভিন্ন কাজ দক্ষতার সাথে শিখে নেন।

কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দেখে প্রশিক্ষণ শেষে তার এমসিপি তাকে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ করে দেন। বর্তমানে ফারজানা 'বেঞ্চমার্ক আইটি ইনস্টিটিউটে' একজন ইন্সট্রাক্টর হিসেবে কাজ করছেন। তিনি এখন নিয়মিত মাসিক ১৪,০০০ টাকা আয় করছেন এবং পরিবারে আর্থিক সহযোগিতায় ভূমিকা রাখছেন।

ফারজানা স্বপ্ন দেখেন নিজেকে একজন দক্ষ আইটি পেশাজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার। তিনি ভবিষ্যতে ডিজিটাল মার্কেটিং শিখে আরও এগিয়ে যেতে চান। তার

অনিশ্চিত জীবন থেকে দক্ষ টেকনিশিয়ান

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা এলাকার যুবক মোঃ শাহ আলম (২৬) প্রায়ই হতাশায় ভুগতেন। মাঝে মাঝে গার্মেন্টসে কাজ করার কথা ভাবলেও স্থায়ী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না।

এক বন্ধুর মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)-এর রেইজ প্রকল্প সম্পর্কে, যেখানে বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং বৃত্তির সুবিধা দেওয়া হয়। বিষয়টি তাকে আগ্রহী করে তোলে এবং তিনি প্রকল্প অফিসে যোগাযোগ করেন। জানুয়ারী ২০২৫ প্রযুক্তি নির্ভর খাত হিসেবে তিনি "মোবাইল ফোন সার্ভিসিং" ট্রেড নির্বাচন করেন।

"আমি পারবো" এই বিশ্বাস এবং প্রশিক্ষকের দিকনির্দেশনা তাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। ধীরে ধীরে তিনি চার্জিং সমস্যা, নেটওয়ার্ক সমস্যা, স্পিকার ও মাইক্রোফোন ত্রুটি, ডিসপ্লে পরিবর্তন, পাওয়ার আইসি এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার ফিটিংয়ের কাজ দক্ষতার সাথে শিখে নেন।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ চলাকালীন ৫ দিন ব্যাপী "জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" তার ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন আনয়নে সহযোগিতা করে। তিনি কার্যকর যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং দলগতভাবে কাজ করার কৌশল শিখেন। এর ফলে তার আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে এবং তিনি আরও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠেন।

বর্তমানে শাহ আলম কে.এম.সি মোবাইল টেকনোলজিতে কর্মরত এবং মাসে ১৮,০০০ টাকা আয় করছেন।

রেইজ প্রকল্পে অংশগ্রহণের ফলে শাহ আলমের জীবনধারা বদলে গেছে। তিনি এখন নিয়মিত কাজ করেন, পরিবারে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন ভবিষ্যতে তিনি আরও উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের একটি মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে চান।

শিক্ষানবিশ থেকে সফল উদ্যোক্তা

হালিমা আক্তার সুমি বাবা-মা কে হারান ছোট বেলায়। ১৬ বছর বয়সে গার্মেন্টসে চাকুরীতে যোগদান করেন। বিয়ে হয় কুমিল্লার গৌরিপুরে। স্বামী পেশায় টেম্পু চালক। দৈনিক তিন থেকে চারশ টাকা উপার্জন করতেন। কিন্তু স্বামী সাকিব সেই টাকা পরিবারের জন্য খরচ করতেন না। সংসারের নানা বিষয়ে নিয়ে স্ত্রীর সাথে তর্ক হতো যার ফলশ্রুতিতে সংসারে অভাব অনটন ও অশান্তি লেগেই থাকতো। তিন মেয়ে নিয়ে সুমী জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুমী থাকতেন চট্টগ্রাম শহরের ইপসা পাহাড়তলী শাখার আওতাধীন ফকিরহাট এলাকায় ভাড়া বাসায়। ইপসা-রেইজ প্রকল্প শিক্ষানবিশি কার্যক্রম এর জন্য মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন হিসেবে সেখানে পারভীন আক্তার কাজ করছিলেন। ইপসার ক্রেডিট অফিসারগণ মাঠ পর্যায় শিক্ষানবিশ নির্বাচন করছিলেন। হালিমা আক্তার সুমী কাজ শিখার আগ্রহ জানালে রেইজ টিমের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়। রেইজ টিম তার আগ্রহ বিবেচনা করে তাকে 'ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং' ট্রেডে কাজ শেখার সুযোগ করে দেন। নভেম্বর-২০২৩ থেকে এপ্রিল-২০২৪ ছয় মাসের কোর্সে নিয়মিত উপস্থিত থেকে সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করেন। ছয় মাসের র্কোস শেষ করার পরে তিনি আরপিএল সার্টিফিকেশণ কোর্সে অংশগ্রহণ করে Competent হন যা তার মনোবল বাড়িয়ে দেয়।

তার এমসিপি পারভীন আক্তার তাকে নিজের দোকানে দৈনিক মজুরিতে কর্মী হিসেবে রেখে দেন। তাতে সুমী দৈনিক প্রায় চারশত টাকা আয় করতেন। প্রাত্যহিক সংসারের খরচ মিটিয়ে কিছু টাকা জমা করতেন। তিনি তার মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন হতে পুরনো দুটি সেলাই মেশিন অল্প দামে ক্রয় করেন। জমানো টাকা দিয়ে ২০২৫ সালের জুন মাসে তার নিজ এলাকা সীতাকুন্ডের উত্তর বাজারে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে "হালিমা টেইলার্স" নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। তার দোকানে কাস্টমার ভালো হয় এবং তার স্বামীও দোকানে সময় দেন। বর্তমানে বড় ও মেজো মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। সুমি, আর্থিক ভাবে এখন স্বাবলম্বী। "জীবন দক্ষতা উন্নয়ন" প্রশিক্ষণ হতে তিনি ব্যবসার নিয়মনীতি, সমঝোতার কৌশল, সহনশীলতা, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, আত্মসচেতনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহমর্মিতা, সামাজিক দক্ষতা এবং যোগাযোগ দক্ষতা সহ কাস্টমারের সাথে আচরণ সম্পর্কে জেনেছেন। তিনি বলেন রেইজ প্রকল্প তার জীবনের গতিপথ পরিবর্তনে অত্যাবশ্যকীয় ভুমিকা রেখেছে। তিনি রেইজ প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সম্ভাবনার পথে আত্মনির্ভরতার গল্প

চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর দক্ষিণ কাট্টলীতে জন্ম নেওয়া রুম্মান ইসলামের পরিবারে পাঁচজন সদস্য মা, বাবা, দুই ভাই ও এক বোন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তার বাবা। শিক্ষা জীবনে তিনি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ইচ্ছে থাকলেও আর বেশি এগোতে পারেননি। বাবাকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি একটি ইলাস্টিক ফ্যাক্টরিতে চাকরী নেন, যেখানে মাসিক বেতন ছিলো ১১ হাজার টাকা। বেতনের তুলনায় পরিশ্রম ছিলো বেশি। তিনি চাকরীর পাশাপাশি বিকল্প আয় রোজগারের পথ খুঁজতে থাকেন।

ইপসার এক সদস্যের মাধ্যমে রুম্মান জানতে পারেন RAISE প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নিজের অবস্থার পরিবর্তনের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে তিনি ইপসা পাহাড়তলী শাখায় যোগাযোগ করেন। তিনি জানতে পারেন গ্রাফিক্স ডিজাইন, টেইলারিং সহ নানা ট্রেডে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। তিনি "গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া" ট্রেডটি বেছে নেন।

জুলাই ২০২৫ প্রশিক্ষণ শুরু করেন। প্রথমে তিনি বাংলা টাইপিং শিখেন, এরপর ধীরে ধীরে কম্পিউটার পরিচালনা এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনের বিভিন্ন টুলস ব্যবহার শেখেন। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি ব্যানার, পোস্টার, স্টিকার এবং লোগো ডিজাইন করার দক্ষতা অর্জন করেন। তার আগ্রহ দেখে এমসিপি মিথুন চন্দ্র নাথ তাকে অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্সটিও শিখিয়ে দেন।

প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজেই উদ্যোগ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। বাবার কাছ থেকে ৪১,৫০০ টাকা নিয়ে একটি কম্পিউটার কিনেন। এরপর RAISE প্রকল্প থেকে পাওয়া ২১ হাজার টাকার বৃত্তি দিয়ে একটি প্রিন্টার ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনে একটি ছোট দোকান চালু করেন। দোকান স্থাপনের আগে 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহার করে তিনি এলাকার নিরাপত্তা, ক্রেতার চাহিদা এবং ব্যবসার সম্ভাবনা ভালোভাবে যাচাই করেন–যা তার প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের একটি উদাহরণ। কম্পিউটার এর পাশাপাশি তিনি দোকানে স্টেশনারী সামগ্রীও তোলেন।

বর্তমানে তিনি মাসে গড়ে প্রায় ১২,০০০ টাকা আয় করছেন। যদিও এই আয় এখনো সীমিত, তবে এটি তার আত্মনির্ভরতার প্রথম ধাপ। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো–তিনি এখন আর একজন শ্রমিক নন বরং একজন উদীয়মান উদ্যোক্তা।

রুম্মানের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন হলো একজন দক্ষ গ্রাফিক্স ডিজাইনার হওয়া এবং নিজের ব্যবসাকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া। তিনি বিশ্বাস করেন, ধৈর্য ও পরিশ্রমের মাধ্যমে একদিন নিজের স্বপ্নকে সফল করতে পারবেন।

“প্রশিক্ষণ থেকে পেশা : আত্মনির্ভরতার যাত্রা”

এসএসসি পাস করার পর কয়েকটি মার্কেটে চাকরি করেছিলেন চট্টগ্রামের হাজীপাড়া এলাকার মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, বয়স ২৩। কোথাও স্থায়ী ভাবে কাজ করতে পারছিলেন না। কিছু দিন পরপর দীর্ঘ সময় বেকার অবস্থায় কাটাতে হয় তাকে। ছয় সদস্যের পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হলেন তার বাবা পেশায় যিনি সিএনজি চালক।

এই পরিস্থিতিতে হামিদ ইপসা RAISE প্রকল্পের আওতায় “Refrigeration and Air Conditioning” ট্রেডে শিক্ষানবিশ হিসেবে যুক্ত হন। জানুয়ারি থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণে তিনি মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন জনাব প্রকাশ শর্মার অধীনে “গোপা রেফ্রিজারেশন”-এ কাজ শেখার সুযোগ পান।

প্রশিক্ষণের সময় তিনি এসি ও ফ্রিজের বিভিন্ন রকমের কাজ শেখেন–যেমন কম্প্রেসার লাগানো, গ্যাস চার্জ দেওয়া, এসি ফিটিং, লিক চেক করা, কনডেনসার স্থাপন, থার্মোস্ট্যাট ও রিলে-ওভারলোড লাগানো ইত্যাদি। বাস্তব কাজের মাধ্যমে শেখার ফলে তার দক্ষতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঁচ দিন ব্যাপী ‘জীবন দক্ষতা উন্নয়ন’ প্রশিক্ষণ তার জীবনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয়। তিনি সময় ব্যবস্থাপনা, গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ, কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং সমস্যা সমাধানের কৌশল রপ্ত করেন। আগে যেখানে নিজের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ততা কাজ করতো, এখন তা অনেকাংশে কেটে গিয়েছে। তিনি গ্রাহকদের সাথে দৃঢ়তার সাথে কথা বলতে পারেন এবং তাদের চাহিদাও বুঝতে পারেন। তিনি আরপিএল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং “Refrigeration and Air Conditioning” Trade হতে সফল ভাবে উত্তীর্ণ হন।

একজন গৃহিণীর আত্মনির্ভরতা গল্প

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার কেদারখিল এলাকার পান্না আক্তার একজন গৃহিণী। বয়স ৩০, চার সদস্যের একটি পরিবার নিয়ে তার সংসার। স্বামী মোহাম্মদ আল-আমিন অভি চাকরি করেন।

এসএসসি পাস করা পান্না আক্তার সবসময়ই নিজে কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, কিন্তু সুযোগের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে তিনি ইপসা RAISE প্রকল্পের আওতায় বিউটিফিকেশন ট্রেডে শিক্ষানবিশ হিসেবে যুক্ত হন।

তিনি ফেসিয়াল, হেয়ার কাট, হেয়ার স্টাইলিং, মেহেদি ডিজাইন, ব্রাইডাল মেকআপসহ বিভিন্ন কাজ শিখেন। হাতে কলমে শেখার সুযোগ তার দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করে।

জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ তার জীবনে পরিবর্তন এনে দেয়। তিনি আত্মবিশ্বাস, যোগাযোগ দক্ষতা, সময় ব্যবস্থাপনা এবং গ্রাহক সেবার কৌশল শিখেন। আগে যেখানে তিনি অপরিচিত মানুষের সাথে কথা বলতে সংকোচ বোধ করতেন, এখন তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে গ্রাহকদের সাথে কথা বলতে পারেন।

বর্তমানে পান্না আক্তার- "পান্না মেকওভার এন্ড বিউটি পার্লার" নামে নিজের প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন এবং মাসে প্রায় ৩০,০০০ টাকা আয় করছেন। তিনি সংসারের ব্যয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

তার এই সাফল্য প্রমাণ করে যে, সঠিক প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পেলে একজন নারী নিজের জীবন বদলে দিতে পারেন।

চাকরীর পিছনে না ছুটে সফল উদ্যোক্তা

মহাদেবপুর সীতাকুণ্ডের বাসিন্দা মোঃ শহিদুল হক ছাত্র জীবন থেকেই উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। এইচ.এস.সি পাশ করার পরে বাবার জমিতে মোরগ-মুরগীর ফার্ম করেন। সফলতাও আসে। ফার্মের পাশাপাশি ছোট আকারে নার্সারী করেন। নার্সারীতে মরিচ, বেগুন, পেঁপে সহ বিভিন্ন সবজী চারা উৎপাদন করে বাজারজাত করেন। তিনি ২০১৯ সালে স্নাতক সম্পন্ন করার পরে নার্সারী ব্যবসায় আরও মনোযোগী হন।

শহিদুল হক ২০২২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে নার্সারী বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পুঁজি হিসেবে তিনি ইপসা থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে "এ.এন. এগ্রো এন্ড নার্সারি" নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ২০২৩ সালের জুন মাসে ইপসা রেইজ প্রকল্পের সদস্য হয়ে দুই লক্ষ টাকা 'যুব উদ্যোক্তা ঋণ' এবং পরবর্তীতে রিভলবিং ফান্ড হতে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে নার্সারীকে বড় করেন।

এক একর জমি দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও বর্তমানে চার একর জমিতে নার্সারী করছেন। চারা হতে মাসিক আয় হচ্ছে প্রায় আশি হাজার টাকা। তার নার্সারীতে আটজন কর্মী নিয়োজিত আছেন।

নিজের উদ্যোগ হতে আসা আয়ের টাকা দিয়ে বর্তমানে তার মা,বাবা, ভাই, বোন ও স্ত্রীসহ মোট আট সদস্যের পরিবার নিয়ে ভালো অবস্থানে আছেন। শহিদুল হক জানান চাকুরী করলে হয়তোবা পরিবারকে এভাবে সাপোর্ট দিতে পারতেন না।

তিনি ইপসা রেইজ প্রকল্প থেকে বিএমইডি প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, উদ্যোগ পরিচালনায় ধারণা লাভ করেছেন। বিশেষ করে রেইজ প্রকল্পের প্রশিক্ষণের ফিল্ড ভিজিট ও টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করেছে। এলাকার বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত। তিনি আরও জানান ইপসা রেইজ প্রকল্প থেকে যুব উদ্যোক্তা ঋণ এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসায় যে পরিবর্তন আনতে পেরেছেন, এখন ভবিষ্যত ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করছেন।

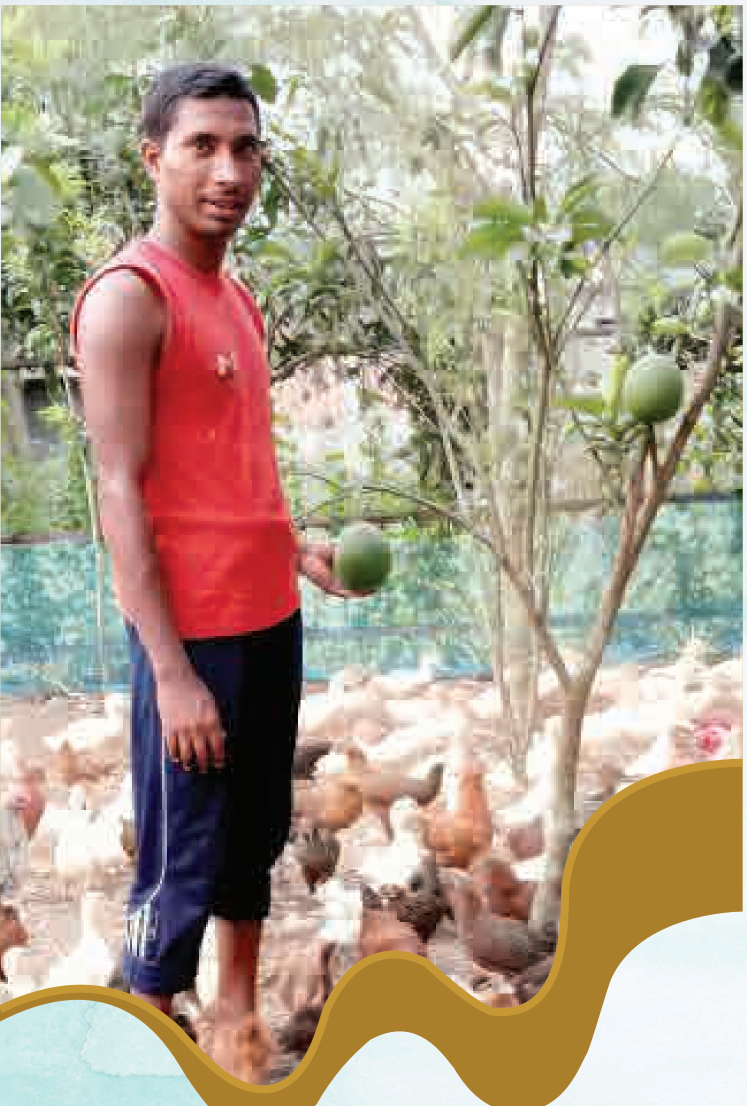

চাকরী নয়, উদ্যোক্তাতেই সফল

এইচ এস সি পাশ মোহাম্মদ দিদার হোসাইন। বাবার বাড়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা বাদশা মিয়ার বাড়ি, দক্ষিণ জিরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম। অবশ্য জন্ম থেকে চট্টগ্রাম শহরেই বসবাস। চার ভাই এবং দুই বোনের মধ্যে ৩য় হলেন দিদার। বাবার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল না থাকার কারণে বেশি দূর লেখাপড়াও করতে পারেন নি। শহরের বিভিন্ন স্থানে ছোট-খাটো চাকুরী করে বাবাকে সহযোগিতা করে আসছিলেন। এক পর্যায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ফার্মিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। নিজে খামার পরিচালনা করার স্বপ্ন দেখেন। তিনি তার স্বপ্ন পরিবারে সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায় ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে “মা-বাবা এগ্রো এন্ড হ্যাচারী” নামে খামার শুরু করেন। প্রথমে লেয়ার, বয়লার এবং কোয়েল পাখির বাচ্চা, হাঁস দিয়ে ব্যবসার যাত্রা শুরু হয়। উদ্যোগ গ্রহনের এক বছরের মাথায় তার ফার্মে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে। হাঁস মুরগী গুলো মারা যায়। তিনি হতাশ হলেও দমে যাননি। নতুন করে ব্যবসা শুরু করার উপায় খুঁজতে থাকেন। ব্যক্তি পর্যায়ে পুঁজি সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে তিনি ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইপসা-শান্তিরহাট শাখায় গিয়ে তার ব্যবসার বিস্তারিত বর্ণনা দেন এবং ইপসা-শান্তিরহাট শাখার ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজার তার উদ্যোগ পরিদর্শন করে তাকে ঋণের জন্য উপযোগী মনে করেন। ইপসা রেইজ প্রকল্পের সদস্য হয়ে ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে জুলাই- ২০২৪ হাঁস, মুরগী ও কোয়েল পাখি পালন শুরু করেন। ছয় মাস পেরুতেই তার লেয়ার মুরগী এবং কোয়েল পাখি ডিম দেওয়া শুরু করে। ডিম বাজারজাত করে তিনি লাভের মুখ দেখতে থাকেন। পর্যায়ক্রমে ফার্মে টাইগার মুরগী সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রজাতির মোরগ নিয়ে আসেন। বর্তমানে প্রায় ৬ প্রজাতির মোরগ ও কোয়েল পাখি রয়েছে। যার থেকে মাসিক আয় প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা। উদ্যোগ পরিচালনার জন্য দু’জন কর্মচারীও রয়েছে। পুনরায় উদ্যোগকে সফলভাবে পরিচালনার পেছনে ইপসা-রেইজ প্রকল্পের অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন ব্যবসার অভিজ্ঞতা থাকলেও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, উদ্যোক্তার গুণাবলী, উদ্যোক্তা হওয়ার বাঁধা, হিসেব সংরক্ষণ পদ্ধতি, ব্যবসা পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে বেশি ধারণা ছিলোনা। “ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ” হতে তিনি উক্ত বিষয়ে জানতে পেয়েছেন। তিনি বলেন-রেইজ প্রকল্পের মত এমন আরও প্রকল্প বাংলাদেশে চালু থাকলে নবীন উদ্যোক্তাগন সফলতা অর্জন করতে পারবেন। কারণ রেইজ-প্রেকল্পে রয়েছে ঋণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ। তিনি প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজের উদ্যোগকে আরও গতিশীল করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করেন। এলাকায় তাকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে দেখা হয় এবং অন্যরা তার পরামর্শ নিয়ে ফার্মিং কাজে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

ইপসা কর্তৃক বাস্তবায়িত চট্টগ্রাম জেলায় রেইজ প্রকল্পের শাখা সমূহ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা

কাটগড় শাখা

আল আমিন হাউজিং সোসাইটি,
চরপাড়া, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৩১১

হালিশহর শাখা

বাড়ী নং-০১, রোড নং- ০২, ব্লক নং- জি,
হালিশহর, চট্টগ্রাম।
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৩১৯

পাহাড়তলী শাখা

বাড়ী নং- এইচ ৩ ও ৪, রোড নং- ০১,
সিডিএ, কর্ণেলহাট, চট্টগ্রাম।
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৩৭৩

জালালাবাদ শাখা

আব্দুর রহমান শাহ (রাহঃ) জামে মসজিদ গলি,
নাজমা টাওয়ার, অক্সিজেন, চট্টগ্রাম।
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৩২৬

খুলশী শাখা

বাড়ী নং-১২, রোড নং- ০৫, লেক ভ্যালী
হাউজিং, খুলশী, চট্টগ্রাম।
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৩৩৩

বাকলিয়া শাখা

শাহ ওয়ালীউল্লাহ আবাসিক এলাকা,
চাঁদগাও, চট্টগ্রাম
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৩৪০

সীতাকুন্ড

সীতাকুন্ড শাখা

সীতাকুণ্ড কলেজ রোড, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৩৪৭

মুরাদপুর শাখা

ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, ফায়ার সার্ভিসের
বিপরীতে, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৫৩০

কুমিরা শাখা

সাইক্লোন সেন্টার, কাজিপাড়া, কুমিরা,
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৩৫৯

মীরসরাই

মীরসরাই শাখা

উপজেলা প্রাণী সম্পদ কার্যালয় সংলগ্ন,
মীরসরাই, চট্টগ্রাম
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৩৯৬

বারৈয়ারহাট শাখা

উত্তর সোনাপাহাড়, বারৈয়ারহাট,
মীরসরাই, চট্টগ্রাম
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৪৬৪

হাটহাজারী

হাটহাজারী শাখা

শায়েস্তা খাঁ পাড়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৫০৮

বোয়ালখালী

কানুনগোপাড়া শাখা

জামাল উদ্দিন ভিলা, পোপাদিয়া,
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৮৮০

আনোয়ারা

রুস্তমহাট শাখা

কালিবাড়ি রোড, বটতলী,
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৮৪০

পটিয়া

পটিয়া সদর শাখা

হাসেম ভিলা, ছন্দা সিনেমা হল রোড,
মোনসেফ বাজার, পটিয়া, চট্টগ্রাম
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৮৩২

শান্তিরহাট শাখা

জিরি মাদ্রাসা গেইট, কুসুমপুরা,
শান্তিরহাট, পটিয়া, চট্টগ্রাম
যোগাযোগ : ০১৯৫৫৫৫১৮০৮

ইপসা কর্তৃক বাস্তবায়িত কক্সবাজার জেলায় রেইজ প্রকল্পের শাখা সমূহ

কক্সবাজার সদর

বঙ্গবন্ধু বাজার শাখা

হাজি সুরত আলম মার্কেট, বঙ্গবন্ধু বাজার,
খুরুশকুল, কক্সবাজার।
যোগাযোগ : ০১৪০৯৯৮৮২১১

উখিয়া

কোটবাজার শাখা

ভালুকিয়া রোড, কোটবাজার,
উখিয়া, কক্সবাজার
যোগাযোগ : ০১৮৯৭৬৬৭৪৬০

রামু

পানেরছড়া শাখা

পানেরছড়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি,
রামু, কক্সবাজার।
যোগাযোগ : ০১৮৯৭৬৬৭৪৫৩

চকরিয়া

বরইতলী শাখা

এম এ ভবন, পূর্ব হিন্দু পাড়া, বরইতলী,
চকরিয়া, কক্সবাজার
যোগাযোগ : ০১৪০৯৯৮৮২০০

ছোটো উদ্যোগে
মানব সক্ষমতার
বিকাশ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
PKSF

978-984-35-9481-5

ইপসা
YPSA